দৈনিক জনকণ্ঠ

86

তারিখ 17 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং কতিপয় সুপারিশ

মোঃ মতিউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার ব্যবস্থা :

শিশুদের কোমল মনকে পাঠ অর্জনের প্রতি আগ্রহী করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে পারদর্শী পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ আবশ্যক। শিশুদের পাঠদানে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। অধিকন্তু মহিলাদের সংসারের বাইরের কাজ দেখতে হয় না বলে শিক্ষাদানে পুরো কমিটমেন্ট ও সময় দিয়ে থাকেন।এ বিষয়টি বিবেচনা করে মহিলা শিক্ষিকার কোটা ৬০% থেকে ৮০%-এ উন্নীত করা যেতে পারে।

গ) বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীর অনুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।

ঘ) বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির উন্নয়ন :

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবক সমিতির কার্যাবলী আরও বাস্তবমুখী ও কার্যকর করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সেক্টার, চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সমাজকর্মীদের কাজে লাগানো যেতে পারে।

ঙ) ঝড়ে পড়া রোধ : সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ অর্জনের পূর্বেই শতকরা ৬০ ভাগ শিশু স্থানীয়ভাবে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এসকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের নিমিত্তে একান্ত আবশ্যক। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বিবেচনা করা যেতে পারে ১) দরিদ্র শিশুদের জন্য বিনামূল্যে খাতা, পেন্সিল ও জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করা। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করে একর বিস্তার।

২) সম্ভব হলে দুপুরে শিশুদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা।

৩) প্রমোশন পদ্ধতি নমনীয় করা বার্ষিক পরীক্ষায় পাস-ফেলের প্রথা তুলে দেয়া। তবে ৫ম শ্রেণীর শেষে প্রান্তিক পরীক্ষাসহ বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪) পাঠ্যসূচী অধিকতর জীবনমুখী করা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী এমন হওয়া উচিত যার ফলে প্রতিটি শিশুকে এর মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কলাকৌশলে বলীয়ান করা সম্ভব হয়।

৫) দরিদ্র কর্মরত শিশুদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬) দরিদ্র শিশুদের জন্য ঐচ্ছিক রোজগারমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭) সচ্ছল পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয় ত্যাগরোধ ও বিদ্যালয়মুখী করার নিমিত্তে শিক্ষক অভিভাবকের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮) দরিদ্র মেধাবী মেয়েদের জন্য অধিকতর বৃত্তিপ্রথা চালু করা যেতে পারে।

৯) দূরবর্তী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য মধ্যবর্তী স্থানে সেটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।ঃ

চ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :

অধিকাংশ পল্লী অঞ্চলেই যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াতের রাস্তাঘাটের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয় স্থাপনের সময়ে প্রভাবশালী মহলের সুবিধা মতো স্থানে না হয়ে এলাকার কেন্দ্রে হওয়া প্রয়োজন।

ছ) শিক্ষা প্রশাসনের জবাবদিহিতা :

শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনের সাথে জড়িত প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের কোটা ৮০% করা যেতে পারে। এটি পরীক্ষিত যে, মহিলারা পুরুষের তুলনায় অধিকতর ধীর ও স্থির। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা কেবল নিজের আয়কে বাড়তি উপার্জন হিসাবে দেখেন। সে কারণে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার তাদের মধ্যে কম। পরীক্ষামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে পর্যায়ক্রমে শুধু মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

জ) গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার :

অভিভাবকদের মধ্যে শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বেতার, টেলিভিশন, সিনেমা, খবরের কাগজ, নাটক, লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদির মাধ্যমে যথাযথ প্রচারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারীভাবে পরিচালিত প্রচার কর্মসূচী আরও ব্যাপক করতে হবে। মসজিদগুলোতে সাপ্তাহিক খুতবা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে, যা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সহজেই উদ্বুদ্ধ করবে।

ঝ) প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান :

সাধারণ শিক্ষার বাইরে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার মাধ্যমে আলাদা কিছুসংখ্যক আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে। (চলবে)